প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

আগস্ট/২০২০

শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ১০টি এবং নির্দেশনার সংখ্যা ৬০টি। উক্ত ১০টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে বর্তমানে ১০টি প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়নাধীন। ৬০টি নির্দেশনার মধ্যে ইতিমধ্যে ৩২টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২৮টি নির্দেশনা বতর্মানে বাস্তবায়নাধীন আছে।

বাস্তবায়নাধীন ১০টি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন **(প্রতিশ্রুতি নং-১)**	৩০/৬/২০১২ খ্রি.	• প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বিসিক শিল্প পার্ক টাঙ্গাইল শিরোনামে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মোমিননগর মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে প্রাথমিকভাবে ১৬৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং "বিসিক শিল্প পার্ক, টাংগাইল (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৮ জুন ২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ২৯৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ১২০০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২২৮৬৫.১৫ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৭৭.৩১% এবং বাস্তব ৭১%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** • জমি অধিগ্রহণ ও জমির মালিকদের অর্থ প্রদান শেষে জেলা প্রশাসন টাঙ্গাইল কর্তৃক গত ১৯-০২-২০২০ তারিখে প্রকল্পের অনুকূলে ৪৯.৩৫ একর জমির পজেশন হস্তান্তর করা হয়েছে। ▪ প্রকল্পের মাটি ভরাট কাজের ঠিকাদার নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০-০৫-২০২০ তারিখে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। ১৫-০৫-২০২০ তারিখে সরেজমিনে লে-আউট প্লান প্রদান করা হয়। ঠিকাদার কর্তৃক মাটি ভরাট কাজের প্রস্তুতি চলছে। তবে অতিবর্ষার কারণে বিলম্ব হচ্ছে। প্রকল্পের গাছ কাটা নিলাম ডাকা হয়েছে। • অন্যান্য কাজের ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।	বিসিক
০২.	দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ	২২/০২/২০১১ খ্রি.	‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজায় আধুনিক ও টেকসই পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য ১০৫.৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। জমি	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০২০ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৯০.৪৫ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হার : আর্থিক ৫৮.৩০% এবং বাস্তব ৯৯%।	বিএসইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
	প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ড্রাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে **(প্রতিশ্রুতি নং-২)**		অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, বরগুনা বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে। ‡ এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য “Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in Barguna District” শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত	**<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত পরামর্শক কর্তৃক চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রণীত মূল প্রকল্পের ডিপিপি'র ওপর গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প যাচাই কমিটি'র সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের জনবল নির্ধারণের প্রস্তাব ১৫/০৪/২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	
০৩.	কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ **(প্রতিশ্রুতি নং-৩)**	২৫/০২/২০১২ খ্রি.	‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ‘কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এবং নৌবাহিনীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে পায়রা বন্দর এলাকাকে বাছাই করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে।	‡ জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে পায়রা বন্দরের অনাপত্তি পাওয়ার জন্য পায়রা বন্দর ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদান করা হয় এবং পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ৩১.০১.১৯ তারিখে পাওয়া গেছে। ‡ প্রস্তাবিত জমির CS, RS, BS পর্চা ও জমির তথ্য জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী-এর কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। ‡ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত স্থানটি পরিদর্শনপূর্বক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিত ১০৫.০৫ একরের পরিবর্তে ১০০.০০ একর জমির অনাপত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। **<u>বর্তমান অবস্থা :</u>** সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন ৬-১০-২০১৯ তারিখে দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের ওপর ১৪-১১-২০১৯ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবেদনটি সংশোধন করে ১০-১২-২০১৯ তারিখে দাখিল করা হয়েছে। এছাড়াও জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে নেদারল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরের সংস্থা Gentium-Damen কনসোর্টিয়াম এবং বিএসইসি’র মধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত	বিএসইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				সমঝোতা স্মারক ১৪-০১-২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে Gentium-Damen কনসোর্টিয়াম কর্তৃক গত ১৭/০২/২০২০ তারিখ Feasibility Study'র ১টি খসড়া work plan বিএসইসিতে দাখিল করলেও বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে Work Plan অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয়নি। Gentium- Damen কনসোর্টিয়াম এর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩১/০৫/২০২০ তারিখ উক্ত চুক্তির (MOU) মেয়াদ আগামী ১৪/০১/২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। স্বাক্ষরিত MOU অনুযায়ী দ্রুততম সময়ের মধ্যে Feasibility Study সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তাদের প্রতিনিধির সাথে গত ০৬/৮/২০২০ তারিখ মাইক্রোসফট টিম কল এর মাধ্যমে মিটিং করা হয়েছে। Gentium-Damen কনসোর্টিয়াম ১৯/৮/২০২০ তারিখ পত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও বিএসইসি-কে MOU এর শর্তানুযায়ী পায়রা পোর্টের জন্য তৈরীকৃত Royal Haskoning Report, HR Wallington Report ও প্রকল্প এলাকার কিছু তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছে।	
০৪.	চট্রগাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন **(প্রতিশ্রুতি নং-৪)**	১৮/০২/২০১২ খ্রি.	■ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নে ১০.০০ একর জমি নিয়ে ২৩৪৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২	‡ জেলা প্রশাসন হতে গত ২৮-০২-২০১৯ তারিখে জমি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে জনবল কাঠামো সংশোধনপূর্বক গত ০৬-০২-২০১৯ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয় এবং ১৬-০৬-২০১৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পটির জনবল নির্ধারণী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ‡ উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে অনুমোদনের জন্য গত ২০-০১-২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ‡ সে পরিপ্রেক্ষিতে ২৩-০৩-২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রেরিত পত্রে সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী লাল শ্রেণিভুক্ত প্রকল্প হওয়ায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অবস্থানগত ছাড়পত্র সন্নিবেশনের কথা উল্লেখ করা হয়। এছাড়া প্রকল্পটিতে সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানের কথা উল্লেখ থাকায় অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনের কথা উল্লেখ করা হয়। এ সকল বিষয় বিবেচনায় এনে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করে পুনরায় প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করার কথা উল্লেখ করা হয়। সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলছে।	বিসিক
০৫.	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা **(প্রতিশ্রুতি নং-৫)**	২৪/১১/২০১১ খ্রি.	• প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার কচুয়াডোল - ললিতাহার মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে "রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২" শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১৭২৭০.০০ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৭২৩.২৫ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৫১% এবং বাস্তব ৫৫%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** ▪ ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ▪ প্রকল্পের ১ম সংশোধন ও ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				পরিকল্পনা কমিশনে গত ০৫-০৮-২০১৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করে অনুমোদনের জন্য ০২-১২-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি ০৩-০৩-২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ▪ ইতোমধ্যে মাটি ভরাটের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। গত ০৫/০৭/২০২০ তারিখে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মাননীয় মেয়র কর্তৃক মাটি ভরাট কাজ উদ্বোধন করা হয়েছে। ▪ "প্রকল্পটির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ" এবং "পুকুর পাড় বাঁধাই" কাজের NOA ই-টেন্ডার এর মাধ্যমে জারি করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে পরামর্শক নিয়োগের মূল্যায়নের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।	
০৬.	সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন করা **(প্রতিশ্রুতি নং-৬)**	০৯/০৪/২০১১ খ্রি.	■ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ শিরোনামে কালিয়া হরিপুর ও বনবাড়িয়া ইউনিয়নের মোরগ্রাম, টালটিয়া, পূর্ব মোহনপুর, ছাতিয়াল তলা, বনবাড়িয়া ৫টি মৌজায় ৪০০ একর জমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান। মেয়াদ: জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২১	● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৭১৯৪৫.০০ লক্ষ টাকা। ● ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৬৬০০.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৩৭৮২.৮৬ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৩৩.০০% **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</u>** ● প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ২১-০১-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়। ● ডাইক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাটি ভরাট কাজের অগ্রগতি ৭৫%। মাটি ভরাট কাজটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অধীনস্থ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি:, সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়নগঞ্জ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ▪ ১৫-০৬-২০২০ তারিখে ইজিপির মাধ্যমে বাউন্ডারিং ওয়াল নির্মাণকাজের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। রাস্তা নির্মাণ কাজ, লেক/ রিজাবারের দরপত্র উন্মুক্ত হয়েছে । মূল্যায়ণের কাজ চলমান। ● পরামর্শক নিয়োগের EOI জারি করা হয়েছে। প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। চারটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP ইস্যু করা হয়েছে।	বিসিক
০৭.	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায়	০৫/৩/২০১১ খ্রি.	**<u>(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম):</u>** বন্ধ ঘোষিত খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর	**(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম):** ● কেএনএমএল এবং নওপাজেকো এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা	বিসিআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
	চালুকরণ এবং বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ **(প্রতিশ্রুতি নং-৭)**		অব্যবহৃত ৫০ একর জমি নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লি. (নওপাজেকো)-এর নিকট বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে ১১-১২-২০১৮ তারিখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অনুকূলে ২০০ (দুই শত) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নওপাজেকো জমি ও স্থাপনার সমুদয় ৫৮৬.৫২ কোটি টাকার মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ পরিশোধের পরে ৫০ একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে রেজিষ্ট্রেশন সম্পাদন করা হবে। উল্লেখ্য, নওপাজেকো এর নিকট বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ একর জমি এবং খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লি. এর জমি একীভূত করে জমির পরিমাণ হয় (৩৭.৬১+ ৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর জমি। উক্ত জমির মধ্যে ৫.২৬ একর জমিতে ১৫,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোডাউন নির্মাণ অবশিষ্ট ৪২.৩১ একর জমিতে একটি নতুন পেপার মিল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। **(২) <u>দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী</u>** ‡ মেসার্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসরকারি মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়ার একটি অডিট ফার্মের মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধ করে সরকারের অনুকূলে নেয়া অথবা অনুরূপ মূল্যের ভিত্তিতে সরকারি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়ার ৭০ শতাংশ শেয়ারধারী বেসরকারি	স্মারক মোতাবেক নওপাজেকো ২৫৪.৪২ কোটি (দুইশত চুয়ান্ন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করেছে। অবশিষ্ট ৩৩২.১০ কোটি (তিনশত বত্রিশ কোটি দশ লক্ষ) টাকা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ (৫৮৬.৫২ কোটি টাকা) পরিশোধ সাপেক্ষে কেএনএমএল কর্তৃক উক্ত ৫০(পঞ্চাশ) একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে চূড়ান্তভাবে রেজিষ্ট্রেশন সম্পাদন করবে। উল্লেখ্য যে, স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক অবশিষ্ট ৩৩২.১০ কোটি (তিনশত বত্রিশ কোটি দশ লক্ষ) টাকা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধের নিমিত্ত গত ২৫/০৬/২০২০ তারিখে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নওপাজেকো বরাবর পুনরায় তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। •কেএনএম এর বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে কেএনএম-কে একটি লাভজনক কারখানায় পরিণত করার লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগে/পিপিপি এর আওতায় অর্থায়ণ তথা পরিচালনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সম্প্রতি নেদারল্যান্ড ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন পেপার মিল সমূহে (কেপিএম ও কেএনএম এর জন্য প্রযোজ্য) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার নিশ্চয়তা সাপেক্ষে পিপিপি এর আওতায় অর্থায়ন তথা পরিচালনের প্রস্তাবনা দাখিল করে। •নওপাজেকোর নিকট থেকে মূল্য প্রাপ্তিসাপেক্ষে সোনালী ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের দায়দেনা পরিশোধ করে কেএনএমএল এর রেজিস্ট্রার্ড দলিলসমূহ ব্যাংকের নিকট হতে অবমুক্ত করে কেএনএমএল এর অবশিষ্ট জমি এবং খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ এর জমি একীভূত করে ৫.২৬ একর জমিতে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড গোডাউন নির্মাণ করার লক্ষ্যে সয়েল টেস্ট ও ডিজিটাল সার্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কনসালটেন্ট নিয়োগের লক্ষ্যে EOI (Expression Of Interest) আহবান করে ০৭ **(সাত)** টি প্রতিষ্ঠানকে Short List করা হয়েছে। Short Listed প্রতিষ্ঠান গুলোকে RFP (Request For Proposal) প্রদান করা হয়েছে।	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাহার করার বিষয়ে শিল্প সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/০৩/২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ‡ উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা গ্রহণের পরিবর্তে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি এর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা পাওয়া গেছে। ‡ নির্দেশনা মতে গত ০৯/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র প্রেরণ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে : (ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করাতে হবে; (খ) এ ছাড়া জমি এবং ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় ‘ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.’ এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট ‘দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস্’ এবং ঢাকা ইউনিট ‘ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি’ এর দায়-দেনা নিরূপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং বাজার মূল্য নির্ধারনের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকা, খুলনা ও বিসিআইসি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	পাঁচটি প্রতিষ্ঠান RFP দাখিল করে। বর্তমানে প্রাপ্ত RFP সমূহের মূল্যায়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন। **(২) দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী** ‡ বিসিআইসি এবং জেলা প্রশাসক, খুলনা ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা হতে বর্তমান সম্ভাব্য বাজার মূল্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। গত ২২/০৭/২০১৯ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিরা ও বেখা) এর সভাপতিত্বে উক্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনান্তে করণীয় নির্ধারণের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় উপস্থিত সকল পক্ষের মতামত ও বক্তব্য পর্যালোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ গৃহীত হয় : (ক) বিসিআইসি ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট সম্পন্ন করিয়ে অডিট রিপোর্ট ৪৫ দিনের মধ্যে এ’মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। (খ)অডিট ফার্ম তাদের রিপোর্টে সরকারের প্রচলিত বিধি অনুসারে জমির মূল্যের বিষয়টিও উল্লেখ করবে। (গ) অগ্রণী ব্যাংকের নিকট ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর দায়-দেনা নিরুপন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি ও অগ্রণী ব্যাংক সভা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নিবে। (ঘ)দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস এ সরকারী স্বার্থ বিদ্যমান থাকায় প্রতিষ্ঠানের পাশ্ববর্তী ৩.৬৯ একর খাস জমিতে আইসিটি বিভাগ কর্তৃক আইটি পার্ক স্থাপনের সময় দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস এর পণ্য পরিবহনের রাস্তার জন্য জেলা প্রশাসক, খুলনা পর্যাপ্ত পরিমান জায়গা রাখার ব্যবস্থা করবেন। উপর্যুক্ত ‘ক’ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট সম্পন্ন করে ২৮-১০-২০১৯খ্রি. শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত অডিট রিপোর্ট দাখিল করে। উক্ত রিপোর্টের আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় ০৫-১২-২০১৯খ্রি. এর নির্দেশ মোতাবেক “ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ কোম্পানী লি”এর বেসরকারী মালিকানায় ৭০% শেয়ার ও মামলা সুরাহার বিষয়ে বিসিআইসি’র মতামত সম্বলিত একটি পত্র ৩০-১২-২০১৯খ্রি. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৬/০৮/২০২০ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিরা ও বেখা) এর সভাপতিত্বে এ বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				"ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ লি. এর ঢাকা ইউনিট 'ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরী' ও খুলনা ইউনিট 'দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস' সরকারি নিয়ন্ত্রনে নেয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ১৩৭২, খুলনা ইউনিট 'দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস' এর জায়গায় স্কুল নির্মাণ বিষয়ে সৃষ্ট রিট পিটিশন নং ২৮৬৬/২০১৫ এবং প্রতিষ্ঠানটির নিকট অগ্রণী ব্যাংকের পাওনার বিষয়ে সৃষ্ট অর্থ ঋণ মামলা নং ১৯৩/২০০৩ এর সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক বিসিআইসি একটি প্রতিবেদন আগামী ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।" 'গ' সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি ও অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে ১ম সভা গত ০৪/০৮/২০১৯ এবং ২য় সভা গত ১২/০৯/২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় প্রতিষ্ঠানের দায়দেনার সর্বশেষ তথ্য শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিআইসি এবং গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের এমডি কে সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	
০৮.	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন **(প্রতিশ্রুতি নং-৮)**	২৯/১২/২০১০ খ্রি.	▪ উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা জন্য চাওয়া হয়েছে এবং উক্ত কার্যালয় হতে যে নির্দেশনা প্রদান করা হবে সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ।	‡ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর কাজের অগ্রগতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে গত ১৩/০১/২০১৬ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমি এবং পরবর্তীতে আরও জমি জেগে ওঠলে তা বেজা ছাড়া অন্য কাউকে বরাদ্দ দেওয়া যাবে না"। ‡ উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা চেয়ে গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ৩০-০৫-২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত জমির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বেজা'র প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-কে যৌথভাবে সরেজমিনে পরিদর্শন করে ০৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (বিসিক)-কে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। ▪ উক্ত কমিটি গত ২২/০৭/২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ▪ এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ০১/১২/২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০৯.	বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন **(প্রতিশ্রুতি নং-৯)**	০৬/৫/২০১০ খ্রি.	• প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বরগুনা জেলার সদর উপজেলার কোরক মৌজায় ১০.২০ একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ১১.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং "বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি গত ২০ জুন ২০১৯ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০২০।	• অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় ১৮০৮.০০ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৮২৪.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৪২.০৫ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৫২% এবং বাস্তব ৭৫%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** মাটি ভরাটের কাজ শেষ হয়েছে। বাউন্ডারী, অফিস ভবন, রাস্তা, ড্রেন নির্মাণের জন্য ইজিপিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করতঃ ইতোমধ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের যাবতীয় বাস্তবায়ন কাজ ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।	বিসিক
১০.	ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন **(প্রতিশ্রুতি নং-১০)**	২৯/০৩/২০১৮খ্রি	‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রথমে ১৫ একর জমি পরবর্তী ৫০ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৫ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত বর্তমান জমির মৌজা রেট ও তার ওপর সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ডিপিপি'র ওপর গত ৩০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত গত ০৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ একরের পরিবর্তে ৫০ একর আয়তনের শিল্পনগরী স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাবটি ফেরত আনা হয়। **বর্তমান অবস্থা :** নতুন ৫০ একর জমি চিহ্নিতপূর্বক ডিপিপি পুনরায় ২৩/১২/২০১৯ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে ২১/০১/২০২০ তারিখে উক্ত ডিপিপি'র ওপর কিছু মতামতসহ পত্র প্রেরণ করে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী বিসিক হতে প্রাপ্ত পুনর্বিন্যাসকৃত ডিপিপি ১৪/০৭/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিসিক

বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনাসমূহ :

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
০১.	ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে **(নির্দেশনা নং-১)**	০৬/৯/২০১৬ খ্রি.	‡ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক অর্থনৈতিক জোনে জায়গা বরাদ্দ নিয়ে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	**জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ :** ▪ জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিসিকের শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে ৫০ একর জমির মূল্যসহ বরাদ্দের সম্মতি পাওয়া গেছে। সে প্রেক্ষিতে ডিপিপি প্রণয়ন করে ২৩-০৫-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ২৩-০৬-২০১৯ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। ▪ এ প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য বিসিক থেকে ৬২.৪৭ লক্ষ টাকা ধার করে বেজা এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলছে। ▪ গত ২০-০২-২০২০ তারিখে বিসিকের রাজস্ব খাত থেকে ১০ (দশ) কোটি টাকা ধার নিয়ে জমি অধিগ্রহণ (আংশিক) বাবদ বেজাকে প্রেরণ করা হয়। ▪ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে RADP বরাদ্দ অনুযায়ী ৪.৯৫ কোটি টাকা জমি বাবদ বেজা বরাবর পরিশোধ করা হয়েছে। ▪ ডিপিপি অনুযায়ী আউটসোর্সিং ও সরাসরি জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ▪ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **নীলফামারী বিসিক শিল্পনগরী :** ▪ “বিসিক শিল্পনগরী নীলফামারী ” শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য জমি চিহ্নিত করণের নিমিত্ত চেয়ারম্যান মহোদয় নীলফামারী সফরকালে নটখানা, নীলফামারী-পলাশবাড়ী রোড, নীলফামারী সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। ▪ মহাজেরদের নামে ১৫০ একর জমি রয়েছে। তম্মধ্যে শিল্প নগরী করার জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক আপাতত ১০০ একর জমি দেয়ার মতামত প্রকাশ করেছেন। জমি প্রাপ্তির বিষয়ে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	বিসিক
০২.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য	১১/৫/২০১৬ খ্রি.	‡ মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক মুক্তাগাছা শিল্পনগরী ময়মনসিংহ এ অধিগ্রহণকৃত ৫ একর জমির উপর ৯.৬১ কোটি টাকা	▪ প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ডিপিপি'র ওপর গত ০৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। ▪ পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মধুপুর উপজেলায় আনারস উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় সভা গত ২৪-১২-২০১৯ তারিখে মধুপুর উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
	প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে **(নির্দেশনা নং-২)**		ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। **মেয়াদ** : জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১	▪ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময়ের পর প্রস্তাবিত এলাকায় পর্যাপ্ত উদ্দ্যেক্তা পাওয়া যায়নি উল্লেখ করে আনারস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরীটি স্থাপন করা আর্থ সামাজিকভাবে ফলপ্রসু হবে না এমন মতামত পোষণ করে ADP/RADP এর তালিকা হতে বাদ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিসিক হতে সুপারিশ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত এলাকার সুবিধাজনক স্থানে আধুনিক মাল্টি-সেক্টরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে বিসিককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বিসিক হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে।	
০৩.	নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে **(নির্দেশনা নং-৩)**	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**বিসিআইসি :** ● বিসিআইসি'র সকল কারখানা স্থাপনা পরিকল্পনায় বর্জ্য শোধনাগার ও পরিবেশ আইন মেনে শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে। ● বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ৫টি তে In-Built ETP বিদ্যমান। এছাড়া সংস্থাধীন বিআইএসএফ ও ইউজিএসএফ কারখানাগুলোতে তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই। ● কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কোঃ লিঃ এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ETP স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। **<u>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন</u>** ‡ বিএসএফআইসির আওতাধীন '১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২-০৫-২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।	**বিসিআইসি :** ● নির্মানাধীন ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পে (GPUFP) ইটিপি অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। ● টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ কারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য কারখানায় চালু Effluent treatment pit এর মাধ্যমে Neutralization করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনানুযায়ী টিএসপিসিএল এর নিজস্ব উদ্যোগে ইটিপি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ড্রইং,ডিজাইন, বিনির্দেশসহ ইকুইপমেন্ট লিস্ট সরবরাহ করা হয়েছে, যেগুলো গঠিত কমিটি ও ইটিপি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পর্যবেক্ষণান্তে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আইটেমের ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। **<u>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন</u>** ● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা। ● ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯২৫.৭২ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ১০.৮৭% এবং বাস্তব ১৭.০০%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>**	বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআইসি চলমান প্রক্রিয়া

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত **বিসিক :** নতুন শিল্প-কারখানায় শুরু থেকেই বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের সকল শিল্পনগরী ও জেলা কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিস্ট সুগার মিলগুলোর মাধ্যমে প্রকল্পের সাইট অফিস ও ভূমি উন্নয়ন (আংশিক) কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে গত ১৬/০২/২০২০ তারিখে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭টি মিলের ইটিপি স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ** প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিস্ট সুগার মিলগুলোর মাধ্যমে প্রকল্পের সাইট অফিস ও ভূমি উন্নয়ন (আংশিক) কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে গত ১৬/০২/২০২০ তারিখে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬টি মিলের ইটিপি স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। **বিসিক :** ▪ বিসিকের মোট ৭৬টি শিল্পনগরীর মধ্যে ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প ইউনিট সংখ্যা ১৫৮টি। ১১৩টি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১০৪টি চালু এবং ৯টি বন্ধ আছে। ১০টি ইটিপি স্থাপন নির্মাণাধীন। জায়গার অভাবে ইটিপি স্থাপন হয়নি এমন শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ৬টি ও ইটিপি স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি এমন শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ২৯ টি। ▪ শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আঞ্চলিক পরিচালকগণকে পত্র দেওয়া হয়েছে ▪ ইটিপি বাস্তবায়নের শতকরা হার ৭১.৫২%। ▪ বর্তমানে CETP/ ETP ছাড়া কোন শিল্প কারখানা স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয় না।	
০৪.	নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলায় শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ, শিল্প বর্জ্য নিষ্ক্রান্তের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	নগরায়নের মাস্টার প্ল্যানে শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে বিসিক চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষরে টিওআরসহ পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ১০টি জেলা (গাজীপুর, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলা, পঞ্চগড়, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, পাবনা) হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে	২০৩০ সাল নাগাদ ২০ হাজার একর জমিতে ৫০টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে ১ (এক) কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে বিসিক এক মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কসমূহ মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা/উপজেলা শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ, শিল্প বর্জ্য নিষ্ক্রান্তের পরিকল্পনা (CETP), কাঁচা মালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন পরিবেশ বান্ধব শিল্প নগরী/শিল্প পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
	(নির্দেশনা নং-৪)		প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।		
০৫.	শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে **(নির্দেশনা নং-৫)**	২৪/৮/২০১৪খ্রি.	‡ পরিবেশ সম্মত, আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার উৎপাদনের লক্ষ্যে ১০,৪৬০.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৯,২৪০০০ মে.টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন "ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং গত ০৯-১০-২০১৮খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • গত ২৪/১০/২০১৮ তারিখে Mitsubishi Heavy Industries (MHI), জাপান এবং China National Chemical Construction Co. Ltd.7 (CC7) এর সাথে প্রকল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। •গত ২১/১১/২০১৯খ্রি. তারিখে প্রকল্পের জন্য বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহনের নিমিত্তে বিসিআইসি ও JBIC এবং বিসিআইসি ও MUFG–HSBC এর মধ্যে ০২ (দুই) টি Loan Agreement স্কাক্ষরিত হয়েছে। • উক্ত স্বাক্ষরিত ঋণ দুইটির বিপরীতে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান সমুহের অনুকুলে গত ০১/০১/২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় সভরেন গ্যারন্টি প্রদান করেছে।	• প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ১০৪৬০.০০ (দশ হাজার চারশত ষাট কোটি) টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ ২১৮০০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৩০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ ২০৫০০০.০০ লক্ষ টাকা)। ২০২০-২১ অর্থ বছরে জুলাই, ২০২০ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৯৫৬.৪৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের শুরু থেকে জুলাই,২০২০ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩০৮৩৩৯.২৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে জুলাই,২০২০ মাস পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ১২.১% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২৯.৪৮%। **<u>বর্তমান অবস্থা</u> :** • প্রকল্পের জন্য বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহণের নিমিত্তে বিসিআইসি ও JBIC এবং MUFG-HSBC এর মধ্যে ০১-১২-২০১৯ তারিখে Loan Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। • ১৩-০২-২০২০খ্রি. তারিখের মধ্যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে লোনের First Disbursement করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে গত ২৩-০১-২০২০খ্রি. ও ২৪-০১-২০২০খ্রি. তারিখ প্রকল্পের লেন্ডারদের (HSBC ও JBIC) কে ই-মেইল করা হয়েছে এবং ২৪-০১-২০২০ তারিখ বিসিআইসি হতে বিভিন্ন Processing Fee এর বিপরীতে নির্ধারিত Vat পরিশোধ করা হয়েছে। First Disbursement দ্রুত কার্যকর করার জন্য লেন্ডারদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। • গত ২৫/০৫/২০২০ তারিখ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতির ভিত্তিতে গত ২০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদারকে 3rd Progress Payment: JPY 476,850,000 ও USD 5,448,500 পরিশোধ করা হয়েছে। •গত ২৫/০৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতির ভিত্তিতে 4th Progress Report প্রেরণ করেছে। যা জিপিইউএফপি এর টেকনিক্যাল বিভাগ কর্তৃক যাচাই বাছাই চলছে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি। বাস্তবায়নাধীন

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				• Local Consultant নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রস্তাব সমূহের Technical ও Financial প্রস্তাবের মূল্যায়ন শেষ হয়েছে। • Foreign Consultant নিয়োগের লক্ষ্যে আহবানকৃত EOI গত ২৭/০২/২০২০ তারিখে উন্মুক্ত করার পর প্রাপ্ত EOI সমূহের কারিগরি মূল্যায়নের কাজ চলছে। • প্রকল্পের RMS (Regulatory Metering Station) বিষয়ে Technical Specification তৈরি করা হয়েছে এবং Cost Estimate করার কাজ চলছে। **প্রকল্পের উপর করোনা ভাইরাসের সম্ভাব্য প্রভাব :** ➢ **Site Preparation:** এই কার্যক্রমটি Project Schedule অনুযায়ী ০১ এপ্রিল হতে ৩০ অক্টোবর, ২০২০ খ্রি. সময়ের মধ্যে শেষ হবে এবং উক্ত কাজটি CC7, China করবে। কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে CC7, China এর কর্মকর্তা/শ্রমিক বাংলাদেশে না আসতে পারায় উক্ত কাজটি বিলম্বিত হচ্ছে। তবে CC7, China এর সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। CC7, China জানিয়েছে তারা প্রস্তুত আছে এবং করোনা ভাইরাসের উন্নতির সাথে সাথেই Equipment & Work Force Mobilize করবে। ➢ করোনা ভাইরাসের কারণে Site Preparation কার্যক্রমটি বিলম্বিত হলে প্রকল্পের নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো বিলম্বিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। - General Construction schedule. - Pre-commissioning, Mechanical Completion and Commissioning schedule. ➢ করোনা ভাইরাস দ্বারা সারা বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রকল্পের বিভিন্ন Critical & Heavy Machinery, Control Equipment সমুহের Procurement Schedule বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। Procurement Schedule এর ব্যাপারে MHI, Japan এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। MHI, Japan ও তাদের বিভিন্ন Vendor এর সাথে যোগাযোগ রাখছে যাতে Procurement Schedule বেশী বিঘ্নিত না হয়। ➢ **প্রকল্পের মেয়াদের উপর সম্ভাব্য প্রভাব :** বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ কাল ৩/৪ মাস বৃদ্ধি পেতে পারে।	
০৬.	বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	‡ বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে	বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীর মধ্যে বাতিলকৃত এবং পুনঃবরাদ্দযোগ্য ৩৬৪টি শিল্প	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
	তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে। **(নির্দেশনা নং-৬)**		পুন:বরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ‡ শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	প্লটের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ▪ ধামরাই বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ এ প্লট বরাদ্দের জন্য গত ০৩-০৭-২০২০ তারিখে “ঢাকা ট্রিবিউন” ও “দৈনিক ইত্তেফাক” পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। জুলাই ২০২০ এ বিভিন্ন শিল্পনগরীতে মোট ১৯টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২১-০৮-২০২০ তারিখে “বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক ইত্তেফাক ও দ্যা ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেস” এবং বিসিক ওয়েবসাইটে ৩০৬টি শিল্প প্লট বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্লট বরাদ্দ কার্যক্রম চলমান।	
০৭.	দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে **(নির্দেশনা নং-৭)**	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**বিটাক** “বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বিটাক আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও কারিগরি পরামর্শের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিটাকের মোট ৫টি কেন্দ্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে আসছে। “বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটি ১৭/০৭/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির আওতায় ৫ তলা ভিতসহ লিফটবিহীনভাবে ৫ তলা নির্মাণের পরিবর্তে ১০ তলা ভিত ও লিফটসহ ১০ তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সংশোধন করা হয় এবং ১ম সংশোধন প্রস্তাব গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২। **বিআইএম** “ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব	**বিটাক** ● ১ম সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৭৪৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা। ● ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬৫২.০৩ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৯%এবং বাস্তব ১০.৭%। অগ্রগতি : ● ১ম পর্যায়ে বগুড়া কেন্দ্রে ম্যাট ফাউন্ডেশন এবং খুলনা কেন্দ্রে ভবন নির্মাণের টেস্ট পাইলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্মাণ কাজের জন্য গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ স্থানে বিদ্যমান বিটাকের রেস্ট হাউজ অপসারণ এবং টেস্ট পাইল ড্রাইভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ● দ্বিতীয় পর্যায়ে ০৪টি বিভাগ যথা: সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহে স্বয়ংসম্পূর্ণ নারী হোস্টেলসহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণকল্পে প্রণীত প্রকল্প প্রস্তাবের ওপর গত ১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থা পর্যায়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। **বিআইএম** ● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১৪৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা। ● ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৮০০.০০ লক্ষ টাকা।	বিটাক/বিআইএম

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়। ● বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। (ক) ইতঃপূর্বে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিকেন্দ্রী করার লক্ষে চট্টগ্রাম ও খুলনায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে। (খ) বিভাগীয় পর্যায়ে বিআইএম এর নতুন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প যাচাই কমিটির মিটিং এর সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলছে।	● প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮০০.৭৩ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৫.৪১%এবং বাস্তব ১২%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** ● প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ● প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত লে-আউটে বিদ্যমান পুরাতন ভবন ভাংগার কার্যক্রম এবং স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ● প্রকল্পে নির্ধারিত স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও ০২ টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ● প্রকল্পের আওতায় বিআইএম এর ০১ জন অনুষদ সদস্যকে মাস্টার্স কোর্স করার জন্য ইংল্যান্ড পাঠানো হয়েছে। ● প্রকল্পের আওতায় ১টি জীপ ও ১টি মাইক্রোবাস ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। ● এছাড়াও, প্রকল্পের আওতায় গত ০২-০৪ আগস্ট ২০১৯ মেয়াদে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। ● গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ নতুন ভবন তৈরির টেন্ডার ইজিপি প্রকাশ হয়। ০৬ অক্টোবর ২০১৯ দরপ্রস্তাবসমূহ খোলা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাপ্ত দরপত্রের মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। NoA প্রদান ও চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ● নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে পাইলিং এর কাজ শুরু করা হয়েছে।	
০৮.	রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বন্ধ ও বন্ধ প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে **(নির্দেশনা নং-৮)**	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**১। কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল):** ‡ কর্ণফুলী পেপার মিলস (কেপিএম) লি. এর জমিতে একটি নতুন কারখানা স্থাপন এবং কেপিএম-এর বিএমআরই করণের লক্ষ্যে M/S China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China এর সাথে গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।	**১। কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল):** ■Feasibility study করার লক্ষ্যে CMC, China এর প্রতিনিধিদল ২৪/০৭/২০১৯ তারিখে কেপিএম পরিদর্শন করে এবং ২২/১১/২০১৯ তারিখে আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পেশ করে। উক্ত প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিসিআইসি'র মতামত গত ১২-০২-২০২০খ্রি. তারিখে CMC, China বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। ■ বর্তমান প্রেক্ষাপটে CMC, China এর সাথে যোগাযোগ করা হলে, CMC, China অবহিত করে যে বিসিআইসি উত্থাপিত তথ্যাদি অধিকতর বোধগম্য/স্পষ্টিকরণের লক্ষ্যে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে তাদের প্রতিনিধিদল এ বিষয়ে বাংলাদেশ সফর করবে। বিসিআইসি'র সাথে আলোচ্য বিষয়ে ভিডিও কনফারেন্স করার আগ্রহ ব্যক্ত করে CMC, China ০৮/০৬/২০২০ তারিখ ই-মেইল প্রেরণ করেছে। গত ০৬/০৭/২০২০ তারিখ ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচ্য বিষয়সমূহ অধিকতর স্পষ্টীকরণের নিমিত্ত CMC, China -কে পত্র প্রেরণের বিষয়ে উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী	সকল দপ্তর/ সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				CMC,China-কে গত ২৬/০৭/২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণের প্রেক্ষিতে CMC,China গত ১৪/০৮/২০২০ তারিখে জবাব প্রেরণ করেছে, যা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। ■ কেপিএম এর বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে কেপিএম-কে একটি লাভজনক কারখানায় পরিণত করার লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগে/ পিপিপি এর আওতায় অর্থায়ন তথা পরিচালনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ প্রেক্ষাপটে, অতি সম্প্রতি নেদারল্যান্ড ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন পেপার মিল সমূহে (কেপিএম ও কেএনএম এর জন্য প্রযোজ্য) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার নিশ্চয়তা সাপেক্ষে পিপিপি এর আওতায় অর্থায়ন তথা পরিচালনের প্রস্তাবনা দাখিল করে, যা বর্তমানে পর্যালোচনা চলছে।	
			২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) ‡চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) প্রাঙ্গনে বিসিআইসি'র মালিকানায় 'বাংলাদেশ গ্লাস ফ্যাক্টরি স্থাপন' নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ‡ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত।	**২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) :** ‡ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩২৭৬৮.০০ লক্ষ টাকা। ‡ গত ১৫/০৪/২০১৯ তারিখে উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র সভা এবং গত ১৯/০৬/২০১৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাদ্বয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে শীঘ্রই তা অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে। ‡ এছাড়াও অবশিষ্ট জমিতে বিসিআইসি বোর্ডের সিদ্ধান্তমতে ৮০/১২০ মে.টন কস্টিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন কারখানা স্থাপনের নিমিত্ত বুয়েট বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ০৪/০৮/২০১৯ তারিখে বুয়েটের কাছে দরপত্র আহ্বান করা হয়। বুয়েট ০৬/১০/২০১৯ তারিখে Rock Bottom Price প্রদান করেছে। দরপত্র মূল্যায়নের নিমিত্ত ২৭/১০/২০১৯ তারিখে কমিটি গঠন করা হয়েছে। ‡ কমিটির ০৩/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দরপত্রটি স্পষ্টীকরণ করে পুনরায় প্রেরণের জন্য বুয়েট বরাবর ১২/১২/২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বুয়েট ০৭/০১/২০২০ তারিখে সংশোধিত দরপত্র প্রেরণ করেছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে একটি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কনসাল্টিং ফার্ম নিয়োগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে।	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			৩। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লি. সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে গত ১৭/১০/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়। **৪। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল):** ‡ ঢাকা লেদার কো. লি. এর জায়গাটি বিসিআইসি'র নামে নিবন্ধিত নয় বলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোক্তারা অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর প্রেরিত ০৪-১০-২০১৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত জমি ডিএলসিএল এর অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে।	**৩। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লি.** • সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ১৭/১০/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়। • Engineering Dimension International Investment LLC (EDII) এর সাথে গত ২৯/০৬/২০২০ তারিখে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে। **৪। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল):** • ডিএলসিএল এর দখলে থাকা ১৮.০০ একর জমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭ এর অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর ৭৫ অনুচ্ছেদের (গ-জ) এর নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা লেদার কোম্পানি লিমিটেড এর অনুকূলে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ০১-০৪-২০১৮ তারিখে জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে পত্র প্রদান করা হয়েছে। ফলে এ জমি ঢাকা লেদার কোম্পানি লিমিটেডের নিকট হস্তান্তরিত হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ে রেকর্ডভুক্ত। কিন্তু জমির মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টির ফলে বাজেট প্রভিশন থাকা সত্বেও বিসিআইসি কর্তৃক জমির মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। ডিএলসিএল এর জমি হস্তান্তরের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকাসহ সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে গত ১৭/০৭/২০১৯ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ঢাকা লেদার কোম্পানি লিমিটেড এর ১৮ (আঠারো) একর জমি সরকারি আইন ও নিয়মনীতি অনুসরণ করে বিসিআইসি'র অধীনে আনার বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত জমিতে একটি আধুনিক লেদার ইন্সটিটিউট স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিসিআইসি কর্তৃক আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে ডিপিপি তৈরি করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। •উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিসিআইসি কর্তৃক গত ১৮/০৮/২০১৯ তারিখের পত্রে প্রস্তাবিত ট্রেনিং কমপ্লেক্স এর পূর্ণাঙ্গ আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক ডিপিপি প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য ৩ (তিন) মাস সময় চাওয়া হয়। • বর্তমানে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি.: ‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য ফোর্স বেইস স্থাপনের লক্ষ্যে ঈশ্বরদী উপজেলা, পাবনা রেললাইনের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. এর ১০০.৫১ একর জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	**৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি.(এনবিপিএম):** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি.(এনবিপিএম) সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেনঃ "এ জায়গায় নতুন প্রকল্পের প্রয়োজন নেই। সেনাবাহিনীকে ভূমি হস্তান্তর করা হোক। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি বিধায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বিভিন্ন বাহিনী সমন্বয়ে নিরাপত্তা বেস্টনী সৃষ্টি করা হচ্ছে, সে মোতাবেক ট্রেনিংও দেয়া হচ্ছে। এ জায়গাটা যতদ্রুত সম্ভব সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হোক যাতে দ্রুত ফোর্স বেইজ নির্মাণ করা যায়।" উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী এনবিপিএম এর ১০০.৫১ একর জমি ও এর উপর সমুদয় স্থাপনার ১৪০৫.৩৪ কোটি টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে উক্ত জমি বুঝে নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ০৬/০৫/২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদন ও নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এনবিপিএম এর ১০০.৫১ একর জমি প্রতীকী মূল্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তরক্রমে পারমানবিক নিরাপত্তা ও ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা সেল (এনএসপিসি) এর নিকট বুঝিয়ে দেয়ার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে উক্ত পত্রের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিসিআইসি-কে বলা হয়। ● বিসিআইসি দায়-দেনা পরিশোধ এবং অন্যান্য সম্পদের বিষয়ে নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত চেয়ে গত ০৪/০৯/২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করে। দায়-দেনার বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি সভা করে নিষ্পত্তি করার অনুরোধ জানিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ১৮/০৯/২০১৯ তারিখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গত ২৭/১১/২০১৯ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে এ বিষয়ে একটি সভা করেছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দায়-দেনা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি ২৩/০২/২০২০ অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ০১-০৩-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এনবিপিএম এর দায়-দেনার বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ০৮-০৩-২০২০ তারিখে এনবিপিএম কর্তৃক সোনালী ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের হিসাব নিরূপণ ও নিষ্পত্তি বিষয়ে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপ : ১। "নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিমিটেড কর্তৃক সোনালী ব্যাংক লিঃ হতে ১৯৮৬ সালে গৃহীত ঋণের অপরিশোধিত দায় দেনা নিষ্পত্তির বিষয়ে সোনালী ব্যাংক	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. •পুরোনো ঢাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রাসায়নিক কারখানা ও গুদামসমূহ একটি নিরাপদ জায়গায় দ্রুততম সময়ে স্থানান্তরের লক্ষ্যে উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. এর ৬.১৭ একর জমিতে 'অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ' নামে একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। ‡ উক্ত প্রকল্পটির ডিপিপি একনেক কর্তৃক গত ৩০/০৪/২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ২১-১১-২০১৯ তারিখে ডক ইয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ওয়ার্কস এর সাথে প্রকল্প/বিসিআইসি'র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ০১-১২-২০১৯ তারিখে কার্যাদেশ এবং ২৪-১২-২০১৯ তারিখে সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ‡ এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৯৪১.৫১ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি: ৭৯৪১.৫১ (অনুদান) লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। ‡ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: মার্চ, ২০১৯	লিঃ ও "নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিমিটেড কর্তৃপক্ষ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করতে পারে । ২। নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিমিটেড কর্তৃক সোনালী ব্যাংক লিঃ হতে ১৯৯৭ সালে ঋণ গ্রহন করা হয়েছে ৬.০০ কোটি টাকা। ২০১২ সালে ব্যাংক লেজারে সুদসহ অপরিশোধিত ঋণের হিসাব করা হয়েছে ৮.০৮ (আট কোটি আট লক্ষ) টাকা। ২০২০ সাল পর্যন্ত সোনালী ব্যাংক লিঃ সুদ হিসাব করেছে ৫৮.৪৮ কোটি টাকা। সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক উপরে বর্ণিত অনারোপিত সুদ ৫৮.৪৮ কোটি টাকা মওকুফ করে ২০১২ সালে ব্যাংক লেজারে উল্লিখিত ৮.০৮ কোটি টাকা নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিমিটেড কর্তৃক পরিশোধ সাপেক্ষে উক্ত ঋণের দায় নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহন করবে। " **৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি.** ‡ অগ্রগতি : ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত Financial Progress ৭.৭৬%। ‡ গত ০৩/০৬/২০১৯ তারিখে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য জনবলও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ‡ গত ৩০-০৭-২০১৯ তারিখে দু'টি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) ও বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) গঠন করা হয়েছে। ‡ প্রকল্পটি DPM পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে DPP-তে উল্লেখ আছে। সে লক্ষ্যে সেনা কল্যাণ সংস্থার সাথে আর্থিক বিষয়ে ঐক্যমত্য না হওয়ায় TEC সভায় মেসার্স ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, নারায়ণগঞ্জ-কে কার্যাদেশ দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পের অগ্রগতি : • ২৩টি গুদাম তৈরির লক্ষ্যে Lay-Out Plan সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলোর কাজ চলমান রয়েছে এবং Mobilization ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। • ১৫-০১-২০২০ তারিখে প্রকল্পের Site এ পুনরায় Digital Survey শুরু করা হয়েছে FGL এবং Land Filling এর জন্য Digital Survey করা হচ্ছে। Digital Survey তে North Side East-West বরাবর point নেয়া হয়েছে, যার প্রতি সারিতে প্রায় ২০ টি point নেয়া হয়েছে। ১৫-০১-২০২০ তারিখে ৮০টি point এর Reduce Level নেয়া হয়েছে। •প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে। ১৪/০৫/২০২০ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			খ্রি. থেকে জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত (মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে)		
০৯.	কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে **(নির্দেশনা নং-৯)**	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	‡ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট , ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একীভূত করে সমন্বিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে সভা হয়। বিষয়টির ধারাবাহিকতায় অটোমেশনের কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার লক্ষে ডিপিডিটি হতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ বিষয়ে গত ০২-০৬-২০১৫ এবং ১৯-১০-২০১৫ তারিখে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯-১০-২০১৫ তারিখের সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ক ও গ সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপ: (ক) সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন কপিরাইট অফিস ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বিদ্যমান সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো-বিন্যাসে থেকেই ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে (Linked Database alongwith Software Based Automation) সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তন করবেন। উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ সামগ্রিক প্রক্রিয়া সমন্বয়সহ পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদান Information Sharing) অবারিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। (গ) কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একই ভবনে সংস্থাপনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের নির্মিতব্য ভবনের ডিজাইন ও ড্রইং সংশোধন করে একটি অনন্য নকশা (Unique design) প্রণয়ন করতে হবে। ‡ উপর্যুক্ত ‘ক’ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উভয় অফিস বিদ্যমান সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো-বিন্যাসে থেকেই ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান কাযক্রম ইতোমধ্যে চালু করেছে। ‡ অন্যদিকে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের নির্মিতব্য ভবনের জন্য নির্ধারিত জমির বিষয়ে মহামান্য আদালতে মামলা (রিট পিটিশন নং ৫৬০৮/২০১৭) থাকায় এবং অন্যান্য কতিপয় কারণে উপর্যুক্ত ‘গ’ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখনও কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট চারটি দপ্তর ডিপিডিটি, এনপিও, বয়লার এবং এসএমই ফাউন্ডেশন সম্মিলিতভাবে মামলা মোকাবেলার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সর্বশেষ ২৩ আগস্ট ২০২০ তারিখ মামলাটির ওপর ভার্চুয়ালি শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। মহামান্য হাইকোর্টে আগামী ৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখ মামলাটি নিয়মিত কোর্টে শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।	ডিপিডিটি
১০.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**বিএসটিআই :** ‡ শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে	**বিএসটিআই :** ‡ ইতোমধ্যে এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়াত্ত উইং এর অনুমোদন পাওয়া গেছে। পদগুলোর বেতন স্কেল নির্ধারণের জন্য গত ১১/০৭/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন উইং এ প্রেরণ করা হয়। বাস্তবায়ন অনুবিভাগের	সকল দপ্তর/ সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
	উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে **(নির্দেশনা নং-১০)**		বিএসটিআই এর প্রারম্ভিক ০৩টি ক্যাটাগরির পদ যথা: পরীক্ষক (৫৯টি), ফিল্ড অফিসার (৬৮টি), পরিদর্শক (৬৫টি) পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। **বিএবি:** বিএবি'র ৩৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য বিএবিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পূর্ববর্তী এক বছর কর্মকালের জন্য একটি মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রণোদনা হিসাবে প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	মৌখিক চাহিদার প্রেক্ষিতে খসড়া নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করে গত ১৫-১২-২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ ০৮/০১/২০২০ তারিখে এ সংক্রান্ত বেতন গ্রেড নির্ধারণের পূর্ব নজিরসহ পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। অর্থ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ০৩/০২/২০২০ তারিখে বিএসটিআই-কে বলা হয়েছে। বিএসটিআই হতে ১৬-০২-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ১৫-৩-২০২০ তারিখে উক্ত জবাবটি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিএবি:** বিষয়টিতে আর্থিক সংশ্লেষ থাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ১৮/০৩/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগে সম্মতির জন্য পত্র প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ থেকে প্রণোদনা প্রদান বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নসহ কিছু তথ্য চাওয়া হয়। অর্থ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি গত ২২/০১/২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ হতে এখনও জবাব পাওয়া যায়নি।	
১১.	শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে **(নির্দেশনা নং-১১)**	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**বিসিআইসি:** ১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রীয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লেজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ। ২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ।	**বিসিআইসি:** ১। বিআইএসএফলিঃ এ স্বয়ংক্রীয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লেজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ: উৎপাদিত স্যানিটারীওয়্যারের মান উন্নয়নে মূলধনী খাতে স্বল্পমেয়াদী পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় ১৭টি মেশিনারিজের মধ্যে ৬টির সরবরাহ, Installation এবং Commissioning সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ১১টি মেশিনারিজের মধ্যে Universal Testing Machine কারখানায় পৌঁছানো হয়েছে। ১০/০৩/২০২০ তারিখে মেশিনটি Installation শেষ করা হয়েছে। Commissioning এর কাজ চলছে। ২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত্ব নিয়ন্ত্রন : ‡ পেপারের মান উন্নয়নে যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/সংযোজন করা প্রয়োজন হলেও কারখানার আর্থিক সংকটের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। কারখানার বার্ষিক উৎপাদন উন্নীতকরণ/নতুন কাগজকল স্থাপনের লক্ষ্যে গত ০২-০৪-২০১৯ তারিখে M/S China National Machinery Import & Export	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসইসি/ বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				Corporation (CMC) এবং BCIC এর মধ্যে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। Feasibility study এর লক্ষ্যে CMC, China এর প্রতিনিধি কর্তৃক KPM পরিদর্শন করার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুমোদন প্রদান করেছে। গত ২৪-০৭-২০১৯ তারিখে CMC, China এর Technical Team KPM পরিদর্শন করেছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান। সে মোতাবেক Feasibility Report তৈরি করে গত ২২-১১-২০১৯ তারিখে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিসিআইসি'র মতামত গত ১২-০২-২০২০খ্রি. তারিখে CMC, China বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৮/০৬/২০২০ তারিখে CMC, China ই-মেইলের মাধ্যমে Mode of Finance এবং Plantation বিষয়ে তাদের টেকনিক্যাল টিম ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে বিসিআইসি এর সাথে আলোচনা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। গত ১৪/০৮/২০২০ তারিখে CMC, China তাদের মতামত প্রেরণ করেছে। প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনা করা হচ্ছে। ‡ বিসিআইসি'র কারখানাসমূহে উৎপাদিত পণ্য দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত থাকে না বিধায় রপ্তানি করা হয় না।	
			বিসিক: শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত দেশি ও বিদেশি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	**বিসিক:** শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত দেশি ও বিদেশি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
				বিএসটিআই: আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্প পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব প্রদান করে যাচ্ছে।	
			বিএসইসি: ‡ গবেষণা সেল গঠন। সুনির্দিষ্ট মার্কেটিং কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে	**বিএসইসি :** দেশীয় ক্রেতা সাধারণের নিকট বিক্রি, বৈদিশিক ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণপূর্বক বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শন করা হয়।	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			বিএসএফআইসি: কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. প্রতিষ্ঠানটির ডিষ্টিলারী ইউনিটের পণ্যের আহরণের হার হ্রাস পাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখা এবং উৎপাদিত ফরেন লিকার আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন করে রপ্তানির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ এর সাথে গত ০১/০৮/২০১৯ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।	**বিএসএফআইসি:** ➢ চুক্তিপত্র অনুযায়ী গবেষণা কাজ চলছে যা সম্পন্ন হতে সম্ভাব্য ০১ (এক) বছর সময় প্রয়োজন হবে। এ বিষয়ে গবেষণা কাজের অগ্রগতি জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলে ২০/০১/২০২০ তারিখ গবেষণা কাজের কিছু তথ্য উপাত্ত এর ফটোকপি কেরু কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেছে। কেরুর পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা/ তদারকির কাজ বলবৎ আছে। ➢ **এসএমই ফাউন্ডেশন :** এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহায়ক ১৪টি সংস্থার একটি ডিরেক্টরি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া এসএমই বিষয়ে dvD‡Ûkb †_‡K wb¤œeLZ wZbwU M‡elYv সম্পন্ন করা n‡q‡Q। আলোচ্য গবেষণাত্রয়ের Inception Report, Interim Report, draft report এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামত, পর্যালোচনা ইত্যাদি যাচাই-বাছাই শেষে final draft report প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে গবেষণা তিনটি প্রকাশনা আকারে বের হওয়ার কার্যক্রমাধীন রয়েছে। 1. Development of SMEs in Bangladesh: Lessons From German Experiences 2.Impact Assessment of the Credit Wholesaling Program of SME Foundation 3.Impact Assessment of SME Foundation's Activities	
১২.	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি রাখা **(নির্দেশনা নং-১২)**	২০/৭/২০১৪ খ্রি.	"ঠাকুরগাঁও চিনিকলে পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ : জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১।	● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৪৮৫৬২.০০ লক্ষ টাকা। ● ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৫০৭.৭৩ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৩.১০% এবং বাস্তব ১৭%। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :** ➢ Thakurgaon Sugar Mills (TSM) এর ৩টি প্যাকেজ TSM-1 এর জন্য গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ ও TSM-2 এবং TSM-3 এর জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে গৃহীত দরপত্র বাতিল করার প্রেক্ষিতে ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে পুনরায় ৫ম বার দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি সংশোধন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় হতে ২৭/১১/২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে DPP সংশোধন করে ECNEC সভায় উপস্থাপন নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিএসএফআইসি গত ২৪/০২/২০২০ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পুণরায় ডিপিপির কিছু অংশ সংশোধন করে প্রেরণের জন্য	বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				নির্দেশনা দেয়া হয় এবং সেমতে পুনরায় ডিপিপি সংশোধন করে ২২-০৩-২০২০ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং শিল্প মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ০১ মে, ২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং- ২০.০৫.০০০০.৫১২.১৪.০৯৪.২০১২.(অংশ-৩)-১০২ তারিখ ১৭-০৮-২০২০ অনুযায়ী ২২টি বিষয়ে স্পশীকরণের জবাব কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক তৈরির কাজ চলছে।	
১৩.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ **(নির্দেশনা নং-১৩)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.		**শিল্প মন্ত্রণালয়** : ৪৭টি পদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে চূড়ান্ত নিয়োগপত্র গত ২৩/১০/২০১৯ তারিখে জারি করা হয়। নির্ধারিত ০৭/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে ৪৬ জন যোগদান করেছেন। **বিসিআইসি :** • নন-টেকনিক্যাল ক্যাডারে শূন্য পদে ০৮টি ক্যাটাগরির ১৬১ (১০৮ জন ৯ম গ্রেড এবং ৫৩ জন ১০ম গ্রেড) জনের মধ্যে ১২৫ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রাপ্তিতে তাদের নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৬ জন কর্মকর্তার পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং মুক্তিযোদ্ধা সনদ যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চলমান আছে। • টেকনিক্যাল এবং নন-টেকনিক্যাল ক্যাডারের শূন্য পদের বিপরীতে ১৩০ জন (৭০ জন ৯ম গ্রেড এবং ৬০ জন ১০ম গ্রেড) কর্মকর্তা নিয়োগের গত ১২-১২-২০১৯ তারিখে নিয়োগের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। **বিসিক :** ▪ বিসিক এর ২৯ ক্যাটাগরির শূন্যপদসমূহের বিপরীতে ২৩১ জনকে বিভিন্ন পদে (১৩-২০ গ্রেড) ০৬-০২-২০২০ তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২১৭ জন যোগদান করেছে। ▪ ০৬-১২-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় (গ্রেড ৯ থেকে ১১) উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের মধ্যে হতে ০৫ মার্চ ২০২০ তারিখে ১৪২ জনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীগণ ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে বিসিক প্রধান কার্যালয়ে যোগদান করেছেন। ▪ রাজস্বখাতভুক্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৭৮টি পদের মধ্যে ৫৭টি পদে পূর্বের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হবে। অবশিষ্ট নতুন ক্যাটাগরির ২১টি পদের বিজ্ঞপ্তি দ্রুত প্রকাশিত হবে। **বিটাক :** বিটাকে নিয়োগযোগ্য শূন্য পদগুলো পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদগুলো পূরণের লক্ষ্যে শীঘ্রই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				বিএসএফআইসি : শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ৩৬৭টি শূন্যপদ পূরণের অনুমতি পাওয়া যায়। ৩৬৭টি পদের মধ্যে ৬৭টি কর্মকর্তা এবং ৩০০টি কর্মচারীর পদ রয়েছে। ০২-০১-২০২০ তারিখ নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলে ৩৭৫২০টি আবেদনপত্র অনলাইনে পাওয়া যায়। যার প্রক্রিয়া চলমান। ● এছাড়া সংস্থায় বর্তমানে বিভিন্ন পদমর্যাদায় ২৩১টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদ রয়েছে। যা পূরণের কার্যক্রম চলমান। **ডিপিডিটি :** শূন্য পদের সংখ্যা: ২৮টি। বর্তমানে ৬টি পদে নিয়োগের জন্য ২০-০৬-২০১৯ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং ২টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১১টি পদে পদোন্নতির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। **বিএসটিআই :** বিএসটিআই'র অনুমোদিত পদ ৬৬৪ টি। বতর্মানে অনুমোদিত পদ ২৩২ টি শূন্য। শূন্য পদসমূহ নিয়োগবিধির আলোকে পর্যায়ক্রমে পূরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩য় ও ৪থ শ্রেণির ৩৬ টি পদে জনবল নিয়োগের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। সে মোতাবেক অনলাইনে আবেদন করার নিমিত্তে টেলিটক কোম্পানির সাথে চুক্তি করা হয়েছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। এছাড়া, ১০ম ও ১১তম গ্রেডের ৫১ টি কমকর্তা পদে পিএসসি-এর মাধ্যমে নিয়োগের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ০৪-০৬-২০২০ তারিখে পিএসসি বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **বিএসইসি :** ◆২৪৭টি সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূণ্যপদের বিপরীতে বিএসইসি ও এর অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১ জন অফিসার ও ১৩৮ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারি অর্থাৎ (১৩৮+১)=১৩৯ জন দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত আছে। ◆এছাড়া ২৪৭টি সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূণ্য পদের বিপরীতে ১ম শ্রেণীর ৯ম গ্রেড এবং ২য় শ্রেণির ১১তম গ্রেডের ১৪টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সুতরাং সরাসরি নিয়োগযোগ্য নীট শূণ্যপদ {(২৪৭-(১৩৯+১৪)}=(২৪৭-১৫৩)=৯৪টি ◆বিএসইসি'র অধীন শিল্প কারখানায় ৯ম ও ১০ম গ্রেডে শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ০৩-৬-২০১৯ তারিখে সহকারী প্রকৌশলী ও উপ সহকারী প্রকৌশলী	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				৩৬টি পদের নিয়োগপত্র দেয়া হয়েছে এবং তাদের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে। ◆ ৯ম ও ১০ম গ্রেডে হিসাব ক্যাডারে ১৪টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। **বিএবি:** বিএবি'র ০৫টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষা গত ২৬/০৭/২০১৯ তারিখে গ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস (MIS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। **বিআইএম:** ১৮টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর প্রাপ্ত আবেদন পত্র যাচাই-বাছাই শুরু হয়েছে।নতুন করে ৩৭টি শূন্য পদ নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। মোট ৫৫টি নিয়োগ কার্যক্রম একসাথে পরিচালিত হবে। **এনপিও :** <u>সরাসরি পূরণযোগ্য:</u> ● ৯ম গ্রেডের শূন্য ৪টি পদ পিএসসি কর্তৃক পূরণযোগ্য। ইতিমধ্যে ৩টি পদের জন্য পিএসি কর্তৃক মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ২ জন যোগদান করেছেন। অপর ১টি পদ ২৬/০৬/২০১৯ তারিখে ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ১৪তম এবং ১৬তম গ্রেডের ৪টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ২৩-০১-২০২০ তারিখে দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। <u>পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য:</u> ● ৬ষ্ঠ গ্রেডের ১টি পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং ৯ম গ্রেডের ২টি পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ১৪তম গ্রেডের ১টি পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। **বয়লার :** প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১৪৪ টি, কর্মরত রয়েছে ১৮ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ১২৬ টি, যার মধ্যে ১১৮ টি পদ সরাসরি নিয়োগযোগ্য। ◆"উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক" (গ্রেড-৬) এর শূন্য পদগুলো পূরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গত ০৯/১২/২০১৯ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গত ১৮/১১/২০১৯ তারিখ 'বয়লার পরিদর্শক' পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। ◆উপ-পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) (গ্রেড-৬), সহকারী পরিচালক (অর্থ) (গ্রেড-৯), সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (গ্রেড-৯), সহকারী প্রোগ্রামার (গ্রেড-৯) ও হিসাব রক্ষক (গ্রেড-১৪) এর শূন্য পদগুলো প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের নিয়োগবিধি সংশোধন সাপেক্ষে পূরণ করা হবে। ◆অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ০৮টি, বয়লার টেকনিশিয়ান ২১টি ও ড্রাইভার ৮টি পদে নিয়োগের নিমিত্তে প্রার্থীদের পূর্ব-কার্যকলাপ তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়োগ প্রদান করা হবে। ◆"অফিস সহায়ক" (গ্রেড-২০) এর ২১টি শূন্য পদগুলো পূরণের জন্য গত ০৭/১০/২০১৯ তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির প্রেক্ষিতে মোট ১৬১৭২ জন প্রার্থীর আবেদন পাওয়া গিয়েছে। যথাসম্ভব দ্রুত নিয়োগ পরীক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **এসএমই ফাউন্ডেশন :** সহকারী ব্যবস্থাপকের ৩০টি শূন্যপদের বিপরীতে ০৭ জন কর্মকর্তাদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট এর মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ৫৫ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষায় গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। অত:পর মৌখিক পরীক্ষা শেষে চূড়ান্তভাবে ০৭ জন প্রার্থীকে নিয়োগের উদ্দেশ্যে নিয়োগপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। নতুন কর্মকর্তাবৃন্দ ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এ যোগদান করেছেন। এছাড়া জনসংযোগ শাখায় সৃষ্ট ০১ জন শূন্যপদের বিপরীতে ০১ জন সহকারী মহাব্যবস্থাপককে চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই শেষে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।	
১৪.	সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা-জীপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রাক্টর ব্যবহার **(নির্দেশনা নং-১৪)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	**বিএসইসি** : বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যারস, মিৎসুবিসি পাজেরো কিউএক্স জীপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে সরাসরি	**বিএসইসি** : ‡ গত ১২/০৭/২০২০ তারিখে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ব বিদ্যালয়সমূহ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ২৬ টি বিশ্ব বিদ্যালয়ে এবং একই তারিখে অর্ডিনেন্স পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য DPM এ ক্রয়ের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্ব-শাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সকল প্রকার নতুন/প্রতিস্থাপক হিসেবে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত যানবাহন ক্রয় বন্ধ রাখার লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পরিপত্রের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট সংকট উত্তরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জরুরি চাহিদা বিবেচনা, জাপানের সাথে ব্যবসায়িক	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিএসইসি ও অন্যান্য দপ্তর/ সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			এবং পত্রযোগে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. (পিআইএল) এর কারখানার মান সম্মত ও পর্যাপ্ত সংখ্যক গাড়ি সংযোজনের জন্য একটি নতুন অটোমেটিক সংযোজন কারখানা স্থাপন কাজ চলছে। **বিএসএফআইসি :**	সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং পিআইএল'র কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে সীমিত সংখ্যক গাড়ী হলেও, প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি: এর নিকট হতে ডিপিএম এ ক্রয়ের জন্য অর্থ বিভাগের জারিকৃত শর্ত কিছুটা শিথিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ২০/০৭/২০২০ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ইসিএল'র পণ্য DPM এ ক্রয়ের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সাথে ০১-০৩-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসিএলসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য ডিপিএম এ সরবরাহ নেওয়ার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়ে গত ২৩/০৩/২০২০ তারিখে পত্র প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে গত ১৬/০৬/২০২০ তারিখে ইসিএল এর উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণ করে ক্রয় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় বিদ্যুৎ বিভাগকে অনুরোধ জানিয়েছে। বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান (ডেসা, ডেসকো, বিআরইবি, বিপিডিবি, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার কোম্পানি, ওয়াসা, গ্যাস কোম্পানি ইত্যাদি) এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। দেশের গাড়ীর চাহিদা বিবেচনা করে এবং পিআইএল'র সংযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি আধুনিক অটোমেটিক এ্যাসেম্বলিং কারখানা স্থাপনে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কারখানায় সর্বাধুনিক ব্যবস্থা রেখে ৪টি উৎপাদন লাইন যেমন-ক) জীপ/পিক-আপ খ) সেডান কার গ) বাস/মিনি বাস ঘ) ট্রাক/মিনি ট্রাক থাকবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Automotive Investment Holdings (AIH), South Africa কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি Inception ও Commercial study Report প্রদান করেছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মে/২০২০ মাসের মধ্যে আধুনিক পেইন্ট সপ, প্রেস সপ, বডি সপ, মেশিন সপ, এ্যাসেম্বলী ও সাব-এ্যাসেম্বলী লাইন, চেসিস লাইন, ট্রিম লাইন, ফাইনাল লাইন, কিউসিসহ প্ল্যান্টের লে-আউট প্ল্যান, ডিটেইলস ড্রইং, ডিজাইন, প্রাক্কলন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা সমেত একটি পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (Feasibility Study Report) দাখিল করার কথা থাকলেও চলমান বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে চুক্তির সময়সীমা ৩১ আগস্ট/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান, ডিটেইল ড্রইং ও ডিজাইন, ব্যয় প্রাক্কলন, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা সমেত পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (Feasibility Study Report) প্রাপ্তির পর ডিপিপি তৈরীর মাধ্যমে সরকারের কাছে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে, আধুনিক মানের কারখানায় উন্নীত হওয়া সম্ভব হবে এবং কোয়ালিটি সম্পন্ন ও ওয়াল্ড স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী গাড়ী উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে, পার্টস ডিলেশন মেথড-এ পর্যায়ক্রমে স্থানীয়ভাবে গাড়ী উৎপাদনের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে।	**বিএসএফআইসি :** ➢ চিনিকলে চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত রিফাইন্ড সালফার সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান টিএসপি কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম থেকে ক্রয় করা হয়। ➢ আখ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পদ্মা অয়েল কোং লিঃ হতে কীটনাশক ক্রয় করা হয়। ➢ চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান রেণউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লিঃ, বিটাক (ঢাকা, খুলনা) ও খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে তৈরি/মেরামত করা হয়। ➢ নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে এবং সেই অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ➢ BSFIC নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে।	
১৫.	মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন **(নির্দেশনা নং-১৫)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	‡ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলাধীন বাউসিয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ২১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পটি স্থাপিত হয় এবং ৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৮ হতে - জুন ২০২১	● "এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্প পার্ক (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। ● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩৮১০০.০০ লক্ষ টাকা। ● ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৫৪৭১.৫৬ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৬৬.৮৫% এবং বাস্তব ৮৫%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** ▪ ২৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে ৪১টি প্লটের পজিশন বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের সিইটিপি এবং আউটলেট ড্রেন ব্যতিত সকল ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মেইন আউটলেট ড্রেন নির্মাণের জন্য বিটিআরসি, বুয়েট হতে ১৯-০৯-২০১৯ তারিখে ড্রইং, ডিজাইন সংগ্রহ করা হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ▪ উদ্যোক্তা তহবিলে সিইটিপি ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি (বিএপিআই) ভারতীয় একটি কোম্পানিকে কার্যাদেশ প্রদান করেছে। উদ্যোক্তা তহবিলের আওতায় সিইটিপি নির্মাণের লক্ষ্যে গত ২৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে বিএপিআই এবং ভারতের ১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সিইটিপি ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজের জন্য বাংলাদেশ ঔষুধ শিল্প সমিতি API Industrial Park Services Ltd. নামে একটি	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				কোম্পানি গঠন করেছে। উক্ত কোম্পানি সিইটিপি, ডাম্পিং ইয়ার্ড ও ইনসিনারেটর নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। ▪ প্রকল্পের মেইন আউটলেট ড্রেন নির্মাণ কাজ ৩০% সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি: কর্তৃক গ্যাস সরবরাহ লাইনের টেন্ডার আহ্বান করা হয়। বর্তমানে মূল্যায়ন কাজ চলছে। ▪ প্রকল্পের মেইন আউটলেট ড্রেন নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ ০৫-০৪-২০২০ তারিখে প্রদান করা হয়েছে। নির্ধারিত ঠিকাদারকে কাজের লে-আউট প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রম চলমান।	
১৬.	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ **(নির্দেশনা নং-১৬)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	● "চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা" প্রকল্পের ৪র্থ সংশোধিত ডিপিপি গত ২৪/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। ● চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশে হাজারীবাগস্থ ট্যানারি শিল্প সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১২৩টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কাজ শুরু করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৩ হতে জুন ২০২১	● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১০১৫৫৬.০০ লক্ষ টাকা। ● ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৭৯৬০.৭৬ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হার : আর্থিক ৮৬.৬১%এবং বাস্তব ৯৮%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** ● সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর কার্যক্রম অধিকাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১৩০টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কাজ শুরু করেছে। ● কেন্দ্রীয়ভাবে সিইটিপি (সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট) নির্মাণ করে এর ৪টি মডিউল ২৪ ঘণ্টাই চালু রয়েছে। তরল বর্জ্য পরিশোধন কাজ চলমান। ● বর্তমানে সলিড ওয়েস্টসহ স্লাজ ম্যানেজমেন্টের জন্য ৩টি ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য ৪র্থ সংশোধিত ডিপিপিতে প্রস্তাব করা হয়েছে তন্মধ্যে ২ টি ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শেষ হবে এবং ১টি ডাম্পিং ইয়ার্ড এর জায়গা ভিক্টোরি জিলেটিন নামক ১টি বাই- প্রোডাক্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ● প্রকল্পের ডাম্পিং ইয়ার্ড ৭০%, শিল্পনগরীর বাউন্ডারি ওয়াল ১০০%, ইউটিলিটিজ এরিয়ার বাউন্ডারি ওয়াল ও মেইনগেট (২টি) ৭০%, অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত ও পূন:নির্মাণ ১০০%, প্রশাসনিক ভবণ-২ এর লিফট স্থাপন কাজ চলমান এবং সাব-স্টেশন ও জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের সিইটিপি পরিচালনার জন্য গঠিত কোম্পানীর এমডি নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ● চীন থেকে বিশেষজ্ঞ এনে অসমাপ্ত কাজ শুরু করা হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শেষ করা হবে।	বিসিক
১৭.	বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	● ৫ (পাঁচ) টি জেলা যথা: (১) ফরিদপুর, (২) রংপুর, (৩) ময়মনসিংহ, (৪) কক্সবাজার ও (৫)	● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৫১৪৪.৫০ লক্ষ টাকা। ● বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। ● ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৮২০.০০ লক্ষ টাকা।	বিএসটিআই।

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
	(নির্দেশনা নং-১৭)		কুমিল্লায় বিএসটিআইএর আঞ্চলিক অফিস সম্প্রসারন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ **:** জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৯।	• প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৮৫৯.১৬ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হার : আর্থিক ৯৪.৪৫%, বাস্তব ১০০%। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :** প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ভবনসমূহের নির্মাণকাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। ল্যাবরেটরিসমূহের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কার্যক্রম চলছে। ফরিদপুর কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেছেন। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজারে নির্মিত অফিস ভবন গত ০৪ জুলাই ২০১৯ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। প্রকল্পটির ডিসেম্বর ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। **বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন তালিকা হতে বাদ দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।**	
১৮.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ **(নির্দেশনা নং-১৮)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই'র মান নিয়ন্ত্রণ কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	□ কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কাযক্রম: (ক) বিএসটিআই কর্তৃক কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে জুলাই,২০২০ মাসে খোলা বাজার থেকে মোট ২৭টি বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে বিএসটিআই ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে মানসম্মত পাওয়া গিয়েছে ১০টি। করোনা পরিস্থিতিতে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সকল উৎপাদক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করার লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে/হচ্ছে। পাশাপাশি ভোক্তা সাধারণের জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআইয়ের জরুরী সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং আমদানিকৃত পণ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষণ ও ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত সেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে। (খ) বিএসটিআই'র ১৮১ টি বাধ্যতামূলক পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে (কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যসহ) রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ভ্রাম্যমান আদালত ও সার্ভিল্যান্স অভিযান অব্যাহত আছে। গত জুলাই, ২০২০ মাসে মোট **১৯**টি মোবাইল কোর্ট ও **৩৫**টি সার্ভিল্যান্স টিম পরিচালনা করা হয় এবং **২**টি কারখানার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়। এর আওতায় মোট ২৩.৩৫ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।	বিএসটিআই।
১৯.	বন্ধঘোষিত কল কারখানা পুনঃ চালুকরণ **(নির্দেশনা নং-১৯)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	**বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা :**	**(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) :** নির্দেশনার ০৮(২) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। **(২) নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি. :** নির্দেশনার ০৮(৫) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে।	বিসিআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			• মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২৬ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে 'জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID)' এর সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় ঢাকার মিরপুরস্থ BISFL কে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। • উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজয়পুরস্থ সাদামাটি প্রকল্পের উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করতঃ বর্তমান বাজার চাহিদার আলোকে গাজীপুরের খিলগাঁও নারায়নকূল মৌজায় প্রায় ৪২ একর জমি নির্ধারণ করা হয়েছে।	**(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম) :** প্রতিশ্রুতির ৭নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। **(৪) ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. :** নির্দেশনার ০৮(৪) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। **(৫) বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা।** ■ বিআইএসএফ কারখানাটি অন্য কোথাও স্থানান্তরের বিষয়ে গঠিত কমিটি আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের খসড়া প্রণয়ন করেছে, যা সংস্থার বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে যাচাই বাছাই এর কার্যক্রম চলমান আছে।	
২০.	চিনি আমদানি : বিএসএফআইসি বেসরকারী খাতের পাশাপাশি চিনি আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে। **(নির্দেশনা নং-২০)**	১২/০৪/২০০৯		অনুমোদিত ১ লক্ষ (°১০%) মে.টন চিনি আমদানির বিপরীতে ইতোমধ্যে ১০৭৭৯২.৭৯০ মে.টন চিনি আমদানি করা হয়। সমুদয় চিনি বিক্রয় করা হয়েছে।	বিএসএফআইসি
২১.	চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা **(নির্দেশনা নং-২১)**	১২/০৪/২০০৯	• "নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক ১ম সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে • বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৭৩.৪১ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৩% এবং বাস্তব ১৬%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** ➢ •North Bengal Sugar Mills (NBSM) এর ২টি প্যাকেজ NBSM-1 এর জন্য গত ১৩-০৯-২০১৮ তারিখ ও NBSM-2 এর জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে গৃহীত দরপত্র বাতিল করার প্রেক্ষিতে ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে পুনরায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ২৫/০২/২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পুনরায় ডিপিপির কিছু অংশ সংশোধন করে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হলে সেমতে পুনরায় ডিপিপি সংশোধন করে ২২/০৩/২০২০	বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত গত ৩০ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং- ২০.০৫.০০০০.৫১২.১৪.০৫৯.২০১১.(অংশ-২)-১০১ তারিখ ১২-০৮-২০২০ অনুযায়ী ১০টি বিষয়ে স্পশীকরণের জবাব কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক তৈরির কাজ চলছে।	
২২.	র-সুগার আমদানি **(নির্দেশনা নং-২২)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.		•"ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন" এবং "নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পদ্বয় বাস্তবায়ন সাপেক্ষে বছরে প্রতিটিতে ৪০,০০০ মে.টন বিবেচনায় মোট ৮০,০০০ মে.টন পরিশোধিত চিনি উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে।	বিএসএফআইসি
২৩.	রুগ্ন শিল্পের পুর্নবাসন **(নির্দেশনা নং-২৩)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরুপন ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরুপণ ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম কর্তৃক একটি গবেষণা প্রস্তাব সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা প্রস্তাবটি প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিআইএম।
২৪.	"রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে" **(নির্দেশনা নং-২৪)**	২২/০৫/২০১৮		➢ বিএসএফআইসি'র অধীন কোন রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। বর্তমানে ১৫টি চিনিকল এবং ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাসহ মোট ১৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তম্মধ্যে কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এবং রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এ প্রতিষ্ঠান দু'টো লাভজনক এবং বাকীগুলো অলাভজনক হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ➢ এ অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করার লক্ষ্যে ডাইভারসিফাইড পণ্য উৎপাদনের নিমিত্ত ঠাকুরগাঁও চিনিকল এবং নর্থবেঙ্গল চিনিকলে ২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা আছে। ➢ ০৬-০৬-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩৫৯ তম বোর্ড সভায় 'র' সুগার হতে চিনি উৎপাদনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ৫টি চিনিকলে রিফাইনারি প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত আছে। ➢ "রাজশাহী চিনিকলে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বোতলজাতকরণ এবং পাল্প প্লান্ট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত আছে। ➢ কেরু অ্যান্ড কোম্পানীতে একটি আধুনিক অনুজীব ল্যাবরেটরি স্থাপনে প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত আছে। ➢ ১১টি চিনিকলে রাস্তা সংলগ্ন জমিতে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণে প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত আছে।	বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
২৫.	আখের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে। **(নির্দেশনা নং-২৫)**	২২/৫/২০১৮ খ্রি.	‡ সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের জন্য ঠাকুরগাঁও সুগার মিলে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	‡ “ঠাকুরগাও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” শীর্ষক প্রকল্পে বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্লান্ট সন্নিবেশিত আছে। তাই বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়ন সাপেক্ষে সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের পরিকল্পনা রয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে ২৭/১১/২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে DPP সংশোধন করে ECNEC সভায় উপস্থাপন নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিএসএফআইসি সংশোধিত ডিপিপি গত ২৫-০২-২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পুণরায় ডিপিপির কিছু অংশ সংশোধন করে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয় এবং সেমতে পুনরায় ডিপিপি সংশোধন করে ২২/০৩/২০২০ তারিখ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাধীন আছে। ‡ বিট চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে সুগারবিট চাষ করা হচ্ছে। এ চাষে বীজ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্স ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী, পাবনা এর সাথে যোগাযোগ আছে।	বিএসএফআইসি
২৬.	রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও ২টি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন **(নির্দেশনা নং-২৬)**	০৭/১১/২০১৭	বেজার মিরেরসরাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর হতে ১০০ একর জমিতে লেদার শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু রাজশাহীতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল না থাকায় বিসিক হতে পুঠিয়া উপজেলায় বেলপুকুর ইউনিয়নস্থ স্বরূপনগর ও ধাদাসভূইয়া পাড়া মৌজায় ১০০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর উপর নির্মিত ব্রুসবার ৩ ও ৪ এর মধ্যবর্তী স্থানে ৮টি মৌজায় ১০৮৩.৯৭ একর জমিতে বিসিক মাল্টিসেক্টরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সিরাজগঞ্জ-২ নামে প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে মোট ১০টি জোন থেকে রাজশাহী অঞ্চলের চামড়া শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য একটি ট্যানারী জোনে সংস্থান রাখা হবে।	▪ বিসিক লেদার ও প্রকৌশল শিল্পপার্ক, রাজশাহী স্থাপনের জন্য পুঠিয়া উপজেলাধীন ৩ নং বানেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত বিহারীপাড়া মৌজায় ১১৪.৫২ একর জমির তফসিলসহ স্কেচ ম্যাপ ও জমির মূল্য জেলা প্রশাসক রাজশাহী হতে পাওয়া গেছে। বিসিক লেদার ও শিল্প পার্ক রাজশাহী এর ডিপিপি বিসিক বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে। **২৯-০৭-২০২০ তারিখে উক্ত ডিপিপি শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।** ▪ বেজার মিরেরসরাইস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে ৩২২.৭০ একর জমিতে বিসিক লেদার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিসিক গত ০৮-০১-২০২০ তারিখে উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে । উক্ত ডিপিপি এর উপর গত ০৯-০২ ২০২০ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ ফিজিবিলিটি স্টাডি করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
২৭.	সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ **(নির্দেশনা নং-২৭)**	০৬/১১/২০১৮	বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে "বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হবে।	‡ বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে "বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকদের আবাসনের ৭.০৯ একর জমির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৯/০৬/২০১৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পের জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্বিন্যাসের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ‡ গত ৩০-০৯-২০১৯ তারিখে প্রস্তাবিত "বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা" প্রকল্পের উপর যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিইটিপি, ডাম্পিং ইয়ার্ড ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এর জন্য প্রয়োজনীয় ড্রইং, ডিজাইন এবং বিস্তারিত প্রাক্কলন প্রণয়নের জন্য বুয়েটকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু বুয়েট এ বিষয়ে আলাদাভাবে চুক্তি হওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছে যা এ মুহূর্তে সম্ভব নয় বিধায় বিসিকের পরিকল্পনা বিভাগ হতে compliance গুলো প্রতিপালন করে ডিপিপি পুনর্গঠন করে ০৯-০২-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনবলের প্রস্তাবসহ ডিপিপি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য এই প্রকল্পটিতে চামড়া শিল্পনগরীতে কর্মরত শ্রমিকদের আবাসনের জন্য ৬.৫৯ একর জমির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আবাসিক ভবনসমূহ উদ্যোক্তাদের নিজ খরচে করার প্রস্তাব করা হয়েছে।	বিসিক
২৮.	চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ **(নির্দেশনা নং-২৮)**	০৬/১১/২০১৮	এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	■ নিরাপদ ও মানসম্মত মাংস প্রাপ্তি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে চামড়া ছাড়ানোর বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে কসাইদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ■ এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বরাবরে অনুরোধ জানিয়ে গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ■ "বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা"তে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি লেদার ইনস্টিটিউট করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন্য শিল্পনগরীতে ২.৪১ একর জায়গার সংস্থান রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হবে।	বিসিক

বাস্তবায়িত নির্দেশনাসমূহ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৭
০১.	জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।	১৮/১০/২০১৬ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০২.	প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/পুকুর/লেক/ খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।	০১/১২/২০১৫ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৩.	"দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্ঠির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধিক সংখ্যায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"	০৫/৩/২০১৮ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৪.	যেসব জমি অনুর্বর অথবা ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	১৮/০৯/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৫.	শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্বারোপ, শিল্পনীতিতে সহায়ক সুযোগ রাখা এবং শিক্ষিত জাতির কর্মসংস্থানে শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বপালন করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৬.	শিল্পের মালিকানা সরকারি, বেসরকারি, যৌথ এ তিন প্রকার হতে হবে, বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে সহায়তার পাশাপাশি তাদের পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।			-	বাস্তবায়িত
০৭.	মার্কেট এক্সেস এন্ড ট্রেড ফেসিলেটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি থ্রু স্ট্রেংদেনিং ইন্সটিটিউশনাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিজ রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্ডস, মেট্রোলজি, টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি ফেজ-২।			-	বাস্তবায়িত
০৮.	মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থ্রু প্রোকিউরমেন্ট অব সফস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন।			-	বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৭
০৯.	নবসৃষ্ট এক্রিডিটেশন বোর্ডের নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ।			-	বাস্তবায়িত
১০.	এটলাস বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত গাড়ি উৎপাদন।			-	বাস্তবায়িত
১১.	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করা।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১২.	বিটাক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিল্পে ব্যবহার।			-	বাস্তবায়িত
১৩.	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।			-	বাস্তবায়িত
১৪.	বিটাক বগুড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
১৫.	মঙ্গা এলাকায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিসিক বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
১৬.	রাষ্ট্রায়ত্ব ২টি কারখানা পরিচ্ছন্নকরণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১৭.	"শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি." এবং "নর্থ-ওয়েস্ট ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি." শীর্ষক প্রকল্পদ্বয় গ্রহণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১৮.	চিনিকলসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭ (সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা।			-	বাস্তবায়িত
১৯.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. (সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
২০.	কেরুজ সুগার মিলে (ডিস্টিলারিতে) প্রেসমাড হতে অর্গানিক জৈবসার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।			-	বাস্তবায়িত
২১.	বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত
২২.	সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ণ প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৭
২৩.	Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).			-	বাস্তবায়িত
২৪.	কারখানার শ্রমিকদের চাকরির বয়স বৃদ্ধিকরণ।			-	বাস্তবায়িত
২৫.	নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত
২৬.	ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত
২৭.	ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
২৮.	আখ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।			-	বাস্তবায়িত
২৯.	চিনিকলের অব্যবহৃত জমি লীজ প্রদান।			-	বাস্তবায়িত
৩০.	রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের বিকাশের জন্য নিশবেতগঞ্জে শতরঞ্জি পল্লী স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
৩১.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০।			-	বাস্তবায়িত
৩২.	Modernization & Strengthening of BSTI (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন)।			-	বাস্তবায়িত